Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবী কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতা

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ নূরুল হক
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.5
Pages	71-81
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আরবী কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতা

Check for updates

মোঃ নূরুল হক

আরবী কবিতায় আধুনিক চিন্তাধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। অতঃপর বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বযুদ্ধের ফলে আরব জগতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। কবিতার বর্ণনাকৌশল, উপমা, আঙ্গিক-গঠন— সবক্ষেত্রেই নতুন চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটতে লাগলো। পুরাতন যুগের কসীদা, গযল ও গানের পরিবর্তে রচিত হতে থাকে। ট্রিওলেট, সনেট এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের খণ্ড কবিতা। আরবী কবিতার এত পরিবর্তন এবং উন্নতি সত্ত্বেও শব্দবিন্যাসের দিক দিয়ে এর তেমন কোন উন্নতি হয়নি। বরং সেকেলে কাব্য ধারাকেই সে আঁকড়ে রেখেছে।

মিশরীয়দের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যাঁরা আরবী সাহিত্য আধুনিকীকরণে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

শেখ হাসান আত্তার (মৃত. ১৮৩৩)

সাইয়েদ আলী দারবীশ (মৃ. ১৮৫৩)

আব্দুল্লাহ পাশা ফিকরী (মৃঃ ১৮৮৯)

আইশা তাইমুর (১৯৪০–১৯০২)

মুহাম্মদ তাইমুর–(জন্ম–১৮৯২)

মাহমুদ সামী আল বারুদী (১৮৩৯–১৯০৪)

খলীল মাত্বরান (১৮৭২–১৯৪৯)

আহমদ শাওকী (১৮৬৬–১৯০৪)

আল আখরাস (১৮০৫–১৮৭৩)

নাসিফ ইয়ামিজী (১৮০০–১৮৭১)

উল্লিখিত কবিগণ যেসব বিষয়ে কাব্য রচনা করেন তার মধ্যে স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা, প্রকৃতিপ্রেম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইরাক, মিসর ও সিরিয়ার কবিগণ ঘুমন্ত জাতির অন্তরে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার জন্য কাব্য রচনা করতে

লাগলেন। তাঁরা আরববাসীর অন্তরে অতীত স্মৃতি তুলে ধরলেন কবিতার মাধ্যমে। এর ফলে শুধু মিসর নয় গোটা আরব জাহান তাঁদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নতি ও গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলো। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক আঃ করীম জার্মানুস বলেন The Culture of the arabic east has begun to the build up like the Pyramids of Egypt on the solied functions of arabic language and islamic traditions and is rising towards the sky in bold cut lines.

এসব কবিদের কারো কারো কবিতার মধ্যে দার্শনিক মনোভাবের ছড়াছড়ি দেখা যায়। প্রকৃতির রূপ বর্ণনা হলো আধুনিক কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁরা প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেদের প্রকৃতির সাথে একাত্ম করে ফেলেন। তাছাড়া আধুনিক আরবী কবিতায় নরনারীর যৌবন সম্পর্কিত বেদনার উচ্ছ্বাসও পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক যুগের কবিদের কয়েকজনের কাব্যধারার পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো,-

নাসীফ ইয়াযিজী (১৮০০–১৮৭১)

নাসীফ ইয়াযিজী ছিলেন উনবিংশ শতাব্দির প্রথম কবি, তিনিই প্রথম আরবী কবিতায় নতুন ছন্দের প্রচলন করেন। তিনি যেসব কাব্য রচনা করেন তাঁর বিষয়বস্তু হলো প্রেম এবং প্রকৃতি। তাঁর কবিতায় বীরযোদ্ধাদের জয়গানের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন আরব সেনাপতি– আমজাদ পাশার প্রশংসায় তিনি লিখেছেন :

বানা'উল 'আলা বাইনাল কনা ও'ল বাওঅ'রেক,

'আলা সহআতে খয়লে তহতাল বায়ারেক।

অর্থ: (রণক্ষেত্রে) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখার মধ্যে এবং বর্শা ও তরবারীর মধ্যখানেই শ্রেষ্ঠত্ব ও বীরত্ব রয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন :

তাদিকু বেহারু সিতরে 'আনহু ওআ কসতাহা

বে বহরেল লাহা ফি বাহরিন কফফাইহে গারেক্,

অর্থ: কবিতার ছন্দ আসআদ পাশার প্রশংসা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং লজ্জিত হয়ে ছন্দগুলো তার হাতের দানের সাগরে নিমজ্জিত হয়। তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যবাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট হলেও প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি একজন সফল কবি।

জীবরান খলীল (১৮৮৩–১৯৩১)

একজন খ্রীস্টান কবি হওয়া সত্ত্বেও জীবরান খলীলের কবিতায় মুসলিম দর্শন ও মতবাদই বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তিনি ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদ সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক, শিল্পী ও চিন্তাশীল প্রবন্ধকার। কবিতার আঙ্গিকনির্মাণ ও ছন্দ।–প্রকরণের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবধারার পক্ষপাতি।

শাওকী (১৮৬৮–১৯৩২)

শাওকীর কবিতায় বিশেষভাবে অভিজাত শ্রেণীর জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি যদি তাঁর জীবনের পঁচিশটি বছর কায়রোর রাজ প্রাসাদে আরাম আয়াশে সময় ক্ষেপণ না করতেন তাহলে হয়তো তিনি আরও মহৎ কিছু করে যেতে পারতেন। তিনিই প্রথম কাব্যিক ছন্দে উপন্যাস লেখার প্রচলন করেন। একজন আধুনিক নাট্যকার হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। শাওকী পরাধীনতা এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতেন।

১৯০৬ সালে পায়রা শিকারকে কেন্দ্র করে মিসরে ইংরেজগণ যে জঘন্য ঘটনার অবতারণা করেছিল, মিসরবাসী তাতে ক্ষিপ্র হয়ে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। শাওকী এ-ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪ পংক্তির একটি কাস্বিদা রচনা করেছিলেন। কাস্বীদাটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ :

ইযাদান শাওয়া 'আলা রেবাকে সলোমিন
জাহাবাত বি'উনসিন রুবু 'কাল আইয়াম
শোহাদা'উ হিকমিকা ফিল বিলাদে তাফরাকুউ
হায়হাতা লেশমলে শাইতে নিজামি।

হাফিজ ইব্রাহীম (১৮৭১–১৯৩২)

হাফিজ ইব্রাহীমের অধিকাংশ কাব্য রচিত হয়েছে জনগণের হাসি-কান্না-দুঃখ-বেদনা নিয়ে। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় কবি, তাছাড়া তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় স্বদেশপ্রেম। কুসংস্কারমুক্তি, দেশ ও জাতির অগ্রগতি এবং পরাধীনতার বেড়া ভেঙে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মিসরবাসীর মনে জাতীয় চেতনা-প্রগতি ও স্বাধীনতা বোধ জাগিয়ে তুলতে। হাফিজ ইব্রাহীম ছিলেন নীল

নদের কবি। কারণ তিনি তৎকালীন মিসরের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। তথাপিও তাঁর কবিতা গোটা বিশ্বের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যই স্বাধীনতা, প্রগতি এবং জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক। তাঁর লেখনীতে সমাজের সর্বপ্রকার লোকের জন্যই সংস্কারমূলক অনুপ্রেরণা রয়েছে। যেমন তিনি *আল-উম্মু মাদ্রাসাতুন* কবিতায় সমাজের ভণ্ড আলেম, নীতিবিবর্জিত চিকিৎসক-প্রকৌশলী, নিকৃষ্ট সাহিত্যিক প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনগণকে সর্তক করে দিয়েছেন। তিনি নারীজাগরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর মতে পুরুষের মত নারীদেরও চার দেয়ালের মধ্য হতে বেরিয়ে এসে পুরুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সমানভাবে কাজ করা উচিৎ। অন্যথায় জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। কারণ দেশের উন্নতিতে পুরুষের ন্যায় নারীর ভূমিকা কোন অংশে কম নয়।

তিনি বারুদী, মুহাম্মদ অবদুহু, কাসেম আমীন বেক, ইসমাইল সবরী, সাদজগলুল— এছাড়াও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির শোকগাঁথা রচনা করেন। তিনি মিসরবাসীর জন্য আরও অনেক বেশি কিছু দিতে পারতেন যদি তিনি মিসরের রাজকীয় গ্রন্থাগারের চাকুরী না নিতেন।

তাঁর কবিতা ছিল স্বদেশ প্রেমমূলক এবং তাঁর কবিতায় গরীব জনগণের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়াও শাওকী এবং হাফিজ ইব্রহীম তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে আরববাসীর মধ্যে ইসলাম এবং মিসরের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের চিত্র অংকন করতে চেয়েছেন। এ-দুজনকে কোন কোন আধুনিক সমালোচক ইউরোপীয় রীতির অনুসারী আধুনিক কবি বলতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর ত্বহা হোসাইনের মন্তব্যঃ 'শাওকীর কবিতায় কোন বিশেষ ধারণা বা নতুন ভাব প্রকাশ পায়নি। শাওকী ও হাফিজের কবিতা প্রকৃত পক্ষে আধুনিক নয়। তবে তাঁরা স্বীয় লেখনী দ্বারা পশ্চিমাদের মত পৃথিবীর সামনে নতুন কোন অবদান না রাখলেও নিঃসন্দেহে তাঁরা জাতিকে চাংগা করে তুলেছেন। এবং আরবী কবিতার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রস্তুত করে গেছেন।' অবশ্য ডক্টর হোসাইন হাকাল বলেছেন, শাওকীর কবিতায় ইসলাম ও পশ্চিমা দর্শনের অতি উত্তম সংমিশ্রণ ঘটেছে।

মারুফ আফিন্দি আবরুস্বাফী (১৮৭৩—১৯৪৫)

বুসাফীর কবিতায় আধুনিকতার বাস্তব রূপটি ধরা পড়েছে। তিনি যে কাব্য রচনা করতেন তার প্রেরণার উৎস হলো প্রকৃতি-প্রেম। তিনি প্রকৃতিকে জীবনের সাথে একাত্ম করে দেখেছেন। তিনি ছিলেন নীতিবান ও আদর্শবাদী কবি। তিনি অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করে গেছেন। তিনি

কাউকে ভয় করতেন না। বুসাফী রাজনীতি চর্চাও করতেন। কারণ রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ১৯৩২ সালে তাঁর একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে সমাজতান্ত্রিক দলের উৎপত্তি হয়েছিল। কামাল পাশা যখন দামেস্কে দেশপ্রেমিক শক্তিকে নির্মুল করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন কবি জাহবী প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিত্র শক্তির সাথে যোগ দিয়ে আরববাসী যখন তুর্কীদের বিতাড়িত করতে ব্যস্ত তখন তিনি তাঁদের এ কাজকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি নির্ভয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন।

প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর অবদান রয়েছে যথেষ্ট। সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন *মুহাযারাতু আদাবিল 'আরাবীয়া* তাঁর পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

রুস্বাফী কনস্টান্টিনোপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘ দিন কর্মরত ছিলেন। তুরস্কের উসমানী শাসনামলে তিনি জাতীয় সংসদের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে স্বাধীন ইরাকের উচ্চপদস্থ শিক্ষা অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

খলীল মত্বরান (১৮৭২–১৯৪৯)

খলীল মত্বরান প্রাচীন ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ করে নতুন ধাচে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় সামাজিক অধঃপতন, জীবন-যন্ত্রণা ও স্বাধীনতার উদ্যোগের চেয়ে অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনই অধিক আবেগময়। যদিও তিনি একজন আবেগধর্মী কবি ছিলেন তথাপিও তাঁর কবিতায় জীবন চেতনা অনুপস্থিত নয় তিনি হাফিজ ইব্রাহীমের সাথে যৌথভাবে অর্থনীতি শাস্ত্রীয় *LEROY BEAULIEU* নামক গ্রন্থখানা অনুবাদ করেছিলেন।

লেবাননের তানিউস–আবদুহু (মৃ. ১৯২৬)

তানিউস সাহিত্যের সব শাখায়ই বিচরণ করেছেন। সেজন্য তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা অনেক বেশী। সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই তিনি রচনার বিষয়বস্তু খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হল সমাজের উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল বিশ্বাস, কোন কিছুই তাঁকে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

আধুনিক আরবী সাহিত্যে আরেকদল কবির আবির্ভাব ঘটেছিল উল্লিখিত কবিগণের অল্প পরেই। যাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু, ছন্দ, উপমা ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই পূর্বসুরীদের চেয়ে উন্নত ছিল। তাঁদের নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

মিসরের—

আব্বাস মাহমুদ আল আককাদ (১৮৮৯–১৯৬৪)

আবদুল কাদির আল মাযিনী (জন্ম ১৮৯০)

আল রাজী (জন্ম ১৮৯২)

সিরিয়ার–

খলীল মাবদাম (জন্ম ১৮৯৫)

ওমর আবু রীশা (জন্ম ১৮৯৩)

লেবাননের –

হালিম দামুস (জন্ম ১৮৮৮)

মিখাইল নাইমা (জন্ম ১৮৮৯)

সৌদী আরবের–

ইলিয়াস ফারহাত (জন্ম ১৮৯৩)

মরক্কোর –

হাল্লাল আল ফাসীহ (জন্ম ১৮৯৮)

উপরি-লিখিত কবিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব কবিদের মধ্যে অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বাস করতেন।

মিসরের আল–আককাদ এবং ইব্রাহীম আল মাযিনী সমসাময়িক কবি ছিলেন। এ দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আল–আককাদ কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন। প্রাচীনধর্মী কাস্বীদার রূপ তাঁর অনেক কাস্বীদায় বর্তমান রয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে অনেক নতুন চিন্তা-ভাবনার সমাবেশ ঘটেছে।

লেবাননের অন্যতম কবি মিখাইল লাইমা নিউইয়র্কের লেখক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য ঘেষা কবি। সে জন্য তাঁর চিন্তা ও অনুপ্রেরণার রাজ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবই পরিলক্ষিত। তিনি অন্যায়, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত সংকলন *হল আল গিরবাল।*

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের পর থেকে আরেক শ্রেণীর কবিদের সাহিত্যাঙ্গনে আগমন ঘটেছে। এঁরা সম্মিলিতভাবে প্রতিযোগিতা করে কাব্যরচনায় মেতে উঠেন। এ-তরুণ কবিদের রচিত কবিতাসমূহ পূর্বসুরীদের তুলনায় অনেকটা উন্নত ও স্বতন্ত্র।

নিম্নে এঁদের কয়েকজনরে নাম দেয়া হলো :

মিসর—

আযীস আবাযা
ফাতহা সাইদ (জন্ম ১৯৩১)
কামাল নিশাত (জন্ম ১৯৩৩)
নাজীর সারোর
বদর বাদির হাসান (জন্ম ১৯০৪)
আলফাইতূরী
সাদ দারবীশ (জন্ম ১৯৩৩)

সিরিয়া—

ইলিয়াস কনসাল (জন্ম ১৯১৯)
আযীমা হারুন (জন্ম ১৯২৩)
শাওকী বাগদাদী (জন্ম ১৯২৮)
আদনান মাবদূম (জন্ম ১৯১৮)
আরিফ কিয়াসা (জন্ম ১৯১৯)

ইরাক—

আহমদ আঃ গফূর আত্তার
আবদুল ওহাব বাইয়াতী (জন্মঃ ১৯২৬)
বুলন্দ আল হায়দারী

লেবানন—

ইউসুফ গুসুব
সাঈদ আকন
সালাহ লাবকী

সৌদী আরব—

হাসান আব্দুল্লাহ আল কোরেশী

ফিলিস্তীন—

মাহমুদ দারবীশ
ফাদওয়া তাউকান
আঃ রহমান রাবহুল কায়ালী (জন্ম ১৯১৬)

আধুনিক কালের উদীয়মান তরুণ কবিগণ যেসব কবিতা রচনা করেন, তা কাব্যরীতি, ভাব-ভাষা ও আন্তরিকতা, চেতনাবোধ, রূপক ও প্রতীকধর্মিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অধিক সজাগ ছিলো পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায়। এঁরা কবিতার

বিষয়বস্তু নির্বাচনে অত্যন্ত সর্তক।

সিরিয়ার তরুণ কবি শাওকী সে-যুগের একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তাঁর বাগদাদীয় কবিতায়ও প্রকৃতির বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। শাওকীর বাগদাদীয় কবিতার ছন্দ, অলংকার এবং কাব্যগঠন অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। *আনা আহলামু* নামক বাগদাদীয় কবিতায় শাওকীর এ-ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন–

আহলাম বিশশা ওয়াতি
ফি সাহেলিন কামা আহববু হাদিইন
বিতিকলাতিন 'আলা রিমাদে তারকুদু
ও তবাতিন আছামুহা তানতাকাদী
ও 'আল উম্মু মিন বা'ইদীন
তারতাবুনশরাতাহু
ও আল ও ' আলেদু সা'ইদ
বেতিলকেহা——কহকহাতে যামানুহু।

অর্থঃ সমুদ্রের লোনা ঢেউ যেমন প্রেমিক সৈকতে আনন্দে আছড়ে পড়ে।
আমাদের দুর্নিবার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তিতে আসুক আনন্দের কলোচ্ছ্বাস,
মধ্যাহ্নের চকচকে বালুতে শিশুর হাসি হোক অক্ষয়। আর অন্ধকারের মৃত্যুতে সূর্য আসুক
পবিত্র এবং সুস্থ জীবনবোধের সঙ্গীতে
যেমন আকাশ পূর্ণতার নীল, আর
মুক্ত পাখীর পালক সম্ভাবনাময় জীবনের প্রতীক
আমাদের জীবন সেখানেই উজ্জ্বল এবং প্রাণময় সত্তা,
এবং জীবন, পরিপূর্ণ জীবনই আমাদের কাম্য।

কবিদের মধ্যে আবার এমন কিছু কবি রয়েছেন যাঁরা প্রকৃতির মাঝে নারীর রূপসী সত্তার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের ধারণা যে নারীর ন্যায় প্রকৃতিও উৎপাদন করতে পারে। নারীরা যেমন সন্তান উৎপাদন করে তেমনি আবার প্রকৃতিও চারাগাছ আর ফসল উৎপাদন করে, তবে উভয়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মিল রয়েছে। মিসরের তরুণ কবি কাইবার বিরচিত 'তাহলাশ আমত্বার' নামক কবিতার মধ্যে উপরিউক্ত ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন :

আইউহাসায়ে'কু
রুস্কাফান বিল খুয়ুলিল মাতগাবাতে

কিফ

ফাকাদ আদমা 'আদীরু সরজে লাহমার রকবতে

ফাইন্নাল মাছদারাবা ফি নাসিরাতিল খায়লে ইসিতিহি

হাকাদা কানা ইয়া'নাল মাওতে হাওলাল 'আরবাতে

ওহিয়া তাহও' তাহতাল মাতারিল সারজ মূদতরে–বাহ

অর্থ: বৃষ্টি ঝরুক বৃষ্টি বিদায় নিক

বৃষ্টিআসবেএবংযাবে।

বিশুষ্ক পৃথিবী বৃষ্টিরূপ বীর্যপাতে

ফলবতী হবে।

সজীবপ্রাণবন্ততায় পৃথিবী হাসবে

কৌতুক উচ্ছ্বাসে যেমন হাসে গর্ভবতী নারী।

নারীদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যেমন প্রয়োজন দামী পোশাক ও সুন্দর অলংকার, কবিতার মান-উন্নয়ন করতে হলে প্রয়োজন ভাল ছন্দ, উপমা, বর্ণনাকৌশল,আবেদন–নিবেদন।

বর্তমান আরবীতে যে সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে তাতে নারীর রূপ, রস, যৌবন সম্পর্কীয় প্রচুর কবিতা বিদ্যমান। সিরিয়ার বিশিষ্ট কবি আমির সাফাবাল কাসেমীর *কুবালা* নামক গ্রন্থখানি এক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। যদিও এ-কবিতায় যৌন আবেগের প্রচুর ছোঁয়াচ রয়েছে তথাপিও তা কোন ক্রমেই অশালীন নয়। সিরিয়ার নামকরা কবি নাজার কাব্বানী যে সমস্ত কাব্য রচনা করেছেন তাতেও নারীর যৌবন সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে।

আধুনিক কবিদের কবিতায় জাতীয়তাবোধ ও ঐতিহ্য-চেতনাকে উপেক্ষা করা হয়নি। বরং তাঁদের অধিকাংশ কবিতাই জাতীয়তাবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত। তাঁরা যখন সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার মত অবস্থা দেখতেন তখন তাঁরা তাঁদের লেখনীর দ্বারা কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ জানাতে ভুল করেন নি। কবিরা সবসময় আশার আলো দেখেন। তাঁরা কখনো হতাশ হন না। ফিলিস্তিনের বিশিষ্ট মহিলা কবি ফাদওয়া তাউকান এর 'নিদা' নামক কবিতাটি বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবীদার। তিনি এই কবিতার মাধ্যমে তাঁর দেশের জনগণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আকুল আবেদন জানান। তিনি তাঁর জীবনে কবিতা লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর অধিকাংশ কাব্যেই উচ্চাঙ্গের ভাব পরিলক্ষিত।

ফিলিস্তিনের অধিকাংশ কবির কাব্যের মূল সুর জাতীয়তাবোধ— অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা, এবং দেশ ও জনতার স্বার্থকে বড় করে দেখা। এ জাতীয় কবিদের মধ্যে সালীম জুবরান, সামীহ আল কাশেম, আব্দুর রহমান রাবাহুল কায়ালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফিলিস্তিনের ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক, উপরে যে সমস্ত কবিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই ফিলিস্তিনী মুক্তিসংগ্রামের প্রথম কাতারের সৈনিক বলা যেতে পারে। কারণ তাঁরা প্রত্যেকে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. নিখিল সেন, *এশিয়ার সাহিত্য,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১, পৃ. ২৮০

২. আবূ রাফাইল নাখলা আল ইয়ামুয়ী, *আল মুখতারাত* ১ম ও ২য় খণ্ড, মিসর, তারিখ নেই পৃ. ৫ এবং ১১

৩. উদ্ধৃত, *মডার্ন এ্যারবিক লিটারেচার,* লন্ডন, ১৯৫৫

৪. হাসান আল স্যাইয়াত, *তারিখ আদাবে আরবী,* অনূদিত গ্রন্থ, লাহোর, ১৯৬১ পৃ. ৬৬২

৫. জীবরান খলীল জীবরান, *আলবাদায়ে অত্তারায়েফ* বৈরুত, তারিখ নেই পৃ.৪৬-৬৫

৬. শাওকী বেক আহমদ, *দিউয়ানে শাওকী* প্রথম খণ্ড, আল-এস্তেক প্রেস, কায়রো, ১৯৫০, পৃ. ২৪৮

৭. হাফিজ ইব্রাহীম, *দিউয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম,* দ্বিতীয় খণ্ড, অসিরিয়া প্রেস, কায়রো, ১৯৫৪, পৃ. ১১৮-১২৭

৮. নিখিল সেন, প্রাগুক্ত, এশিয়ার সাহিত্য পৃ. ২৮২

৯. মা' আরেফ, আজমগড়, জুলাই, ১৯৪১, পৃ. ১৩১

১০. নিখিল সেন, প্রাগুক্ত, এশিয়ার সাহিত্য-পৃ .২৮৫

১১. *বাংলাদেশ সংবাদ,* স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৭৪, পৃ.১৪

১২. আবূ রাফাইল নাখলা আল-ইয়াসুয়ী, *আলমুখতারাত* ২য় খণ্ড, মিসর, তারিখ নেই, পৃ. ১৪০

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. আবু রাফাইল নাখলা ইয়াসুই, প্রাগুক্ত, *আল মুখতারাত,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪০

১৫. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।* ১৯৭৫, ঢাকা, পৃ.৮২-৮৩

১৬. আবু রাফাইল, প্রাগুক্ত, *আল মুখতারাত,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪১

১৭. মিন কুল্লি কুতরিশ শাইর, *মাকতাবাতুল মারিফ,* চতুর্থ খণ্ড, বৈরুত, ১৯৫৭

১৮. আল আদাব, *মাসিক সাহিত্য পত্রিকা,* প্রথম সংখ্যা ১৯৩৩, বৈরুত, পৃ. ৪৫।

১৯. উমদাত 'আলীল জুনদী, *আল-মুখতার মিন শি'রিল হাদীছু,* মিসর, ১৯৫৭, শেষ পৃষ্ঠা।